بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশনাবলীর আলোকে ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ এবং আত্মীয়তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৫ মে, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) সূরা নাহল-এর আয়াত

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

তেলাওয়াত করে এর অনুবাদ তুলে ধরেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচার, উপকার সাধন এবং অনাত্মীয়দের সাথে আত্মীয়ের ন্যায় আচরণের নির্দেশ প্রদান করছেন এবং সবধরনের অশ্লীলতা, মন্দকাজ এবং বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো"।

এরপর হুযূর বলেন: এ আয়াত প্রত্যেক জুম'আ এবং ঈদের সানী খুতবায় পাঠ করা হয়, যাতে আল্লাহ্ তাআলা কতিপয় পুণ্যকর্ম পালনের এবং কতিপয় মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় হলো, সে নিজের ঈমান সুদৃঢ় করতে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী পালন করে। এ আয়াতে যেসব পুন্যকর্মের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ন্যায়বিচার, দয়া ও নিকটবর্তীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ প্রসঙ্গে আজ হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। সব কথাই মনে হয় একই অক্ষে ঘুরছে, কিন্তু তিনি (আ.) ভিন্ন আঙ্গিকে উপদেশ প্রদান করেছেন।

এই বাণী আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপনের পথ দেখায়। আমরা যদি এই কথাগুলো বিবেচনা করি এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবনকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মজবুত করতে পারব এবং পরস্পরের হককে খুব ভালোভাবে আদায় করতে পারব।

আল্লাহর হক ও বান্দাদের হক আদায় করাই একমাত্র উপায় যা সমাজ ও দুনিয়ার শান্তির নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, বিশ্ব এ দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না এবং মুসলিম দেশ হোক বা বাকি বিশ্বের সবাই,

একে অপরের অধিকার খর্ব করার চেষ্টায় ব্যস্ত। এমতাবস্থায় যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রতি ঈমান আনে তাদের দায়িত্ব হলো নিজেদের সংস্কার করা এবং বিশ্বকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেনঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির সাথে ন্যায়পরায়ণ আচরণ কর, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দাদের হক আদায় কর এবং এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারলে কর। শুধু ন্যায়বিচার নয়, পরোপকারও কর। অর্থাৎ কর্তব্যের চেয়ে বেশি এবং এমন আন্তরিকতার সাথে খোদার ইবাদত কর যে, তোমরা যেন তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। মানুষের সাথে আপনার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি সদাচরণ করুন এবং আপনি যদি এর চেয়ে বেশি করতে পারেন তবে খোদার ইবাদত করুন এবং কারণ ছাড়াই এবং নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সৃষ্টির সেবা করুন, যেমনটি কেউ আত্মীয়তার উদ্দীপনায় করে থাকে।

অতঃপর এই আয়াতের আলোকে সর্বশক্তিমান খোদার অধিকারকে আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি (আ.) বলেন: প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, কেউ ভালোবাসার যোগ্য নয়, কেউ আস্থার যোগ্য নয়, কারণ সৃষ্টির জন্য এবং সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের প্রতিটি অধিকার একমাত্র তাঁরই। যদি আপনি এটি করে থাকেন, তবে এটি **'আদল'** (ন্যায়বিচার), যা আপনার উপর অবশ্য কর্তব্য। এরপর যদি আপনি আরও উন্নতি সাধন করতে চান তবে **'এহসান'** (অনুগ্রহ)'র স্তরটি রয়েছে এবং তা হল আপনি তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত হন এবং তাঁর সামনে আপনার ইবাদতে এতটা নম্রতা অবলম্বন করেন এবং নিজেকে তাঁর প্রেমে এতটা আত্মহারা করে ফেলেন যেন আপনি তাঁর মহিমা, মর্যাদা এবং শাশ্বত সৌন্দর্য চাক্ষুষ করছেন। তারপর রয়েছে **'ইতাইযিল কুরবা'** (ঘনিষ্ঠতার) স্তর, এবং তা হল আপনার ইবাদাত, আপনার ভালবাসা এবং আপনার আনুগত্যকে সমস্ত কষ্ট এবং বিভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা উচিত এবং আপনাকে তাঁকে এমন আত্মিক সংযোগের সাথে স্মরণ করতে হবে যেমন, আপনি আপনার পিতাকে স্মরণ করে থাকেন এবং আপনার ভালবাসা তাঁর প্রতি এমন হওয়া উচিত যেমন, উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু তার প্রিয়তম মাকে ভালবাসে।

অতঃপর মানুষের অধিকার সম্পর্কে এ আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি (আ.) বলেন: তোমরা তোমাদের ভাই ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হও এবং তোমাদের অধিকারের চেয়ে বেশি তাদের ওপর জোর করো না এবং ন্যায় বিচারের প্রতি অটল থাকো। আপনি যদি এই স্তর থেকে উন্নতি করতে চান তবে এর বাইরেও 'এহসান' (অনুগ্রহ)'র একটি স্তর রয়েছে এবং তা হল আপনার ভাইয়ের মন্দের বিরুদ্ধে ভাল করা। তার পক্ষ থেকে ব্যথার বিনিময়ে, আপনার উচিত তাকে স্বস্তি দেওয়া এবং তাকে পুরষ্কার এবং অনুগ্রহ হিসাবে আপনার যত্ন নেওয়া উচিত। অতঃপর 'ইতাইযিল কুরবা'র স্তর, আর তা হল আপনি আপনার ভাইয়ের সাথে যতই উপকার করুন বা মানবজাতির জন্য যতই উপকার করুন না কেন, তার কাছ থেকে অন্য কোন অনুগ্রহ গ্রহণ করা হবে না, বরং অকৃত্রিমভাবে ও লৌকিকতা পরিহার করে নিজের ভাইয়ের সাথে উত্তম আচরণ করবেন। ভালবাসার আতিশয্যে যেমন একজন আত্মীয় অপর আত্মীয়ের প্রতি ভালো করে।

সুতরাং এটি নৈতিক বিকাশের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা যে সহানুভূতির মধ্যে কোনও রকম আকাঙ্খা বা স্বার্থপরতা বা উদ্দেশ্য থাকবে না, বরং ভ্রাতৃত্ববোধ ও আত্মীয়তার চেতনাকে এমন উচ্চ মাত্রায় গড়ে তুলতে হবে যে, কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এবং কোন প্রকার পূর্বানুমানিত কৃতজ্ঞতা বা প্রার্থনা বা অন্য কোন প্রকার পুরস্কার ছাড়াই কল্যাণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হবে।

অতঃপর অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের তত্ত্বজ্ঞানের তিনটি পর্যায় বর্ণনা করেছেন এবং তৃতীয় পর্যায়কে ব্যক্তিগত প্রেমের পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন এবং এটিই সেই পর্যায় যেখানে সমস্ত জৈবীয় কামনা-বাসনা দগ্ধ হয়, এবং হৃদয় একটি সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ শিশির মতো ভালবাসায়

পূর্ণতা লাভ করে। উপরোক্ত আয়াতে এই স্তরটির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ এমন কিছু বিশ্বাসী আছে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিনিময়ে তাদের জীবন বিক্রি করে এবং আল্লাহ্ তাদের প্রতি সদয় হন।

তিনি (আ.) বলেন: খোদা তোমার কাছে যা চান তা হলো তুমি মানবজাতির সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ কর। তারপর, তার চেয়েও বেশি, যারা তোমার কোন উপকার করেনি তাদের সাথেও উত্তম আচরণ কর। অতঃপর এর চেয়েও বেশি, তোমার উচিত খোদার সৃষ্টির প্রতি এমন সহানুভূতিশীল আচরণ করা যেন তুমি তাদের প্রকৃত আত্মীয়। মায়েরা যেমন তাদের সন্তানদের সাথে আচরণ করে, কারণ যিনি দয়ালু তিনি কখনও কখনও তার দয়ার প্রতিদান দেন, কিন্তু যে মায়ের মতো সহজাত আবেগ ও উদ্দীপনায় নেকি করে থাকে, সে কখনোই নিজেকে তুলে ধরতে পারে না। তাই পুন্যকর্মের অন্তিম পর্যায় হল সহজাত আবেগ ও উদ্দীপনা যা মায়ের মত।

এই আয়াতটি শুধুমাত্র সৃষ্টি সম্পর্কে নয়, খোদা সম্পর্কেও। আল্লাহ্‌র প্রতি 'আদল' (ন্যায়বিচার) হল তাঁর অনুগ্রহরাজি স্মরণ করা এবং তাঁর আনুগত্য করা, এবং খোদার প্রতি 'এহসান' (অনুগ্রহ) হল, তাঁর প্রতি এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেন আপনি তাঁকে প্রত্যক্ষ করছেন। আর খোদার সাথে 'ইতাইযিল কুরবা' হল, তাঁর ইবাদত করা জান্নাতের লোভ অথবা জাহান্নামের ভয়ে হবে না, বরং যদি ধরে নেওয়া হয় যে জান্নাত বা জাহান্নাম নেই, তবুও যেন প্রেমের আতিশয্য এবং আনুগত্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিধর্মীদের কাছে ইসলামের শিক্ষা ব্যাখ্যা করার সময় কোথাও কোথাও এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন, একইভাবে তিনি তাঁর জামাতকে উপদেশ দেওয়ার সময়ও এ বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন: আদলের অবস্থা হলো, একজন মুত্তাকীর নফসে আম্মারার অবস্থা। এ অবস্থার সংশোধনের জন্য আদলের নির্দেশ রয়েছে। এতে নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ কারো ঋণ ফেরত দিতে হবে, কিন্তু আত্মা চায় কোনোভাবে এথেকে বাঁচা যায় কি-না? তিনি বলেন: আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই যে কিছু লোক এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেয় না এবং আমাদের জামাতে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা তাদের ঋণ পরিশোধে খুব কম মনোযোগ দেয়, এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের নামায পড়াতেন না। সুতরাং আপনারা প্রত্যেকে ভালোভাবে মনে রাখবেন যে, ঋণ পরিশোধে ধীরগতি করা উচিত নয়। এবং সকল প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা ও অসততা থেকে দূরে থাকা উচিত কারণ তা আল্লাহ্‌র নির্দেশের পরিপন্থী।

তিনি (আ.) বলেন: আল্লাহ্ তাআলা এ সকল প্রকার নেক আমলকে স্থান ও উপলক্ষের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এ আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ সকল নেক আমল যদি নিজ নিজ স্থানে ও উপলক্ষে সূচনা না হয় তাহলে তা মন্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। 'ন্যায়বিচার' অশ্লীলতায় পরিণত হবে, অর্থাৎ সীমা লঙ্ঘন করা এতটাই অপবিত্র হয়ে যাবে এবং অনুগ্রহকে অস্বীকার করার রাস্তা বের হয়ে আসবে। অর্থাৎ যে অবস্থাকে বুদ্ধি ও বিবেক প্রত্যাখ্যান করবে এবং 'ইতাইযিল কুরবা'র পরিবর্তে তা 'বাগি' (বিদ্রোহী) হয়ে উঠবে। অর্থাৎ অনুপযুক্ত সহানুভূতির উদ্দীপনা একটি অকল্যানজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। প্রকৃতপক্ষে 'বাগি' বলতে সেই বৃষ্টিকে বোঝায় যা অত্যধিক পড়ে এবং ক্ষেত ধ্বংস করে। আবার আবশ্যকীয় অধিকারের মধ্যে উদ্ভূত অভাবকেও 'বাগি' বলা হয়। আবার এর আতিশয্যকেও 'বাগি' বলা হয়ে থাকে। অতএব, এই তিনটির মধ্যে যেটিই উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হবে না, সেটিই কলুষিত হয়ে উঠবে। তাই এই তিনটির সাথে স্থান ও কালের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পুস্তকগুলিতে ও বিভিন্ন বৈঠকে এ বিষয়ে

ব্যাপক জোর দিয়েছেন। তাই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের মান অর্জন এবং বান্দাদের হক আদায়ের লক্ষ্যে সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সে অনুযায়ী জীবনযাপন করার, ইবাদতের উচ্চ মান অর্জন করার, বান্দাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করুন, বিশেষ করে নিজেদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক এমনভাবে গড়ে তুলুন যাতে আমরা বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় হয়ে উঠি। এসব অনুসরণ করে আমরা যেন বয়াতের মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হই। প্রতি জুম'আতে এসব শুনে আমরা যেন এগুলো মেনে চলতে পারি। অন্যথায় আমাদের আর অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আল্লাহ্ আমাদের এবং অন্যদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করুন, যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত বেদনার সাথে এটি প্রকাশ করেছিলেন।

পাকিস্তানের পরিস্থিতির জন্য দোয়া করতে থাকুন। আমাদের কল্যাণ প্রসারের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে, অপরদিকে শয়তান প্রবৃত্তির মানুষেরা, নৈরাজ্য সৃষ্টি করা যেমনটা তাদের কাজ তা তারা অব্যাহত রাখবে। এই শয়তানদের সাথে আমাদের কোন প্রতিযোগিতা নেই। আমাদেরকে খোদা তাআলার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এছাড়াও সর্বদা দোয়া করুন যে খোদা তাআলা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখুন এবং তা কখনই যেন নড়বড়ে না হয়। যদি খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় যা 'ইতাইযিল কুরবা'র সম্পর্ক, তাহলে আমরা আগের চেয়ে অধিক আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শন দেখতে পাব। ইনশাআল্লাহ্। আর যারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শত্রু এবং সংশোধনের অযোগ্য, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাদের ধ্বংস করুন। আর, যখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, যখন আমাদের সম্পর্ক মহান আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ়তা লাভ করবে, তখন শত্রুদের ধ্বংসের নিদর্শনও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব। ইনশাআল্লাহ্।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে এ মাসে প্রকাশিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাংলা পুস্তকগুলি হল : ১.মেয়ারুল মাযাহেব (ধর্মের মানদন্ড), ২. হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের অখন্ডনীয় যুক্তি) এবং ৩. বারাকাতুদ দোয়া (দোয়ার কল্যানসমূহ)। প্রথম এবং দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
5 May 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in